৪।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 02 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসগুলো সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের নিরাপদ আখড়া

❑ নিয়ন্ত্রিত এলাকা পার্শ্ববর্তী মার্কেট, ফুটপাত, বাজার ও প্রতিষ্ঠান ❑ ডাবলু খুন দ্বন্দ্বের কারণে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসগুলো সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

কলেজ সংলগ্ন এলাকার মার্কেট, ভাসমান হকার ও নির্মাণকাজের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রিত হয় কলেজ ছাত্রাবাস থেকে। যে গ্রুপের হাতে ছাত্রাবাসের নিয়ন্ত্রণ থাকে তারাই চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে। কলেজের উত্তর দিকের নির্মাণকাজ ও আসন্ন ঈদের চাঁদাবাজি নিয়ে দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে ছাত্রলীগ নেতা আবদুল করিম ডাবলু। সুজন গ্রুপ দীর্ঘদিনের আধিপত্য হারিয়ে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালালে ডাবলু নিহত হয়।

ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসগুলোতে অবস্থানরত চাঁদাবাজরা সন্ত্রাসী তৎপরতা ছাড়াও ধর্ষণ, অসামাজিক কার্যকলাপ, মাদক ব্যবসা ও অপহরণের সাথে জড়িত। গত মাসের প্রথম দিকে দক্ষিণ ছাত্রাবাসে সুজন গ্রুপের ক্যাডাররা একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটির নগ্ন ছবি তুলে তাকে ব্লাকমেইল করা হয়। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার অভিভাবকদের নিয়ে সিনিয়র ক্যাডারদের শরণাপন্ন হলে তাদের মধ্যস্থতায় মেয়েটি নিষ্কৃতি পায়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার অভিভাবকরা থানা পুলিশ করেননি।

সূত্র জানায়, বাবু নামের এক ক্যাডার প্রেমের অভিনয় করে ওই মেয়েটিকে দক্ষিণ ছাত্রাবাসে নিয়ে গিয়েছিল। কলেজ প্রশাসন এসব ঘটনা জানলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

ধর্ষণের ঘটনায় সুজন গ্রুপের বেশকিছু ক্যাডারকে প্রতিপক্ষের ক্যাডাররা ফিরোজের নেতৃত্বে ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেয়। কিন্তু এরপরই কলেজ ছাত্রলীগের অপর একজন নেতার ইন্ধনে ধর্ষণকারী ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। কলেজ ক্যান্টিনে দুপক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিলেও বড় কোন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

এ ঘটনার পর থেকেই কলেজ ছাত্রাবাসে সুজন গ্রুপের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। মোস্তাক গ্রুপ কলেজে অবস্থান নেয়। কিন্তু গত প্রায় দেড় বছর ধরে সুজন গ্রুপের ক্যাডাররা ঢাকা কলেজের ৬টি হোস্টেল নিয়ন্ত্রণ করত। প্রতি মাসে গড়ে ২/৩ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করত। গত ঈদ-উল-ফিতরে চাঁদা আদায় নিয়ে তাদের সাথে গোল্ডেন গেট শপিং সেন্টারের ব্যবসায়ীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়।

গত রোববার রাতে ছাত্রাবাস থেকে মোস্তাক গ্রুপের ক্যাডাররা সুজন গ্রুপের ক্যাডারদের বের করে দেয়। সকালে সুজন তার ক্যাডারদের নিয়ে আবার ক্যাম্পাসে গেলে তাদেরকে ধাওয়া করা হয়।

সূত্র জানায়, কলেজের উত্তর দিকে নতুন একটি হাউজিং সোসাইটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ওই নির্মাণকাজের চাঁদার ভাগ সুজন গ্রুপও দাবি করলে মোস্তাক গ্রুপ তাদের কলেজ থেকে বের করে দেয়। **ছাত্রাবাস ঃ** পৃঃ ১১ কঃ ৫

ছাত্রাবাস ঃ নিরাপদ আখড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর) এছাড়া কলেজের উল্টো দিকে বসুন্ধরা গলির নির্মাণকাজের চাঁদাবাজি নিয়েও ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল।

গত সোমবার গভীর রাতে নিহত ডাবলুর বাবা ফজলুল করিম বাদি হয়ে সুজন, বিল্লাল, বাবু, রফিক, সাদেক, সুমন, শাকিল, আল-আমিন ও সাবুসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন (মামলা নম্বর ৯১)। তিনি এজাহারে অভিযোগ করেছেন, সুজনের নেতৃত্বে তার সহযোগীরা ঢাকা কলেজের উত্তর ছাত্রাবাস দিয়ে ঢুকে ডাবলুকে পরিকল্পিতভাবে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ এপর্যন্ত হত্যা মামলার আসামিদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।

আসামিরা এস এম হলে ঃ ডাবলুকে হত্যার পরপরই সুজন গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। পুলিশ সোমবার রাতে ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে দুজনকে আটক করে। পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

সূত্র জানায়, সোমবার গভীর রাতে সুজন তার গ্রুপের ক্যাডারদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে আশ্রয় নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় ক্যাডারের সাথে দীর্ঘদিন থেকে সুজনের অস্ত্র লেনদেনের সম্পর্ক থাকায় সে তাদের এসএম হলে আশ্রয় দিয়েছে।

ঢাকা কলেজে চাঁদাবাজি ঃ ঢাকা কলেজে ক্যাডারদের চাঁদাবাজির কারণে কলেজ ক্যাম্পাসে কোন চা-সিগারেটের দোকান বসে না। হল ক্যান্টিন ও কলেজ ক্যান্টিনে চাঁদাবাজরা নিয়মিত চাঁদা আদায় ছাড়াও 'ফাও' খায়। ঢাকা কলেজের সামনের ফুটপাথে বেশ কয়েকটি ছোট নার্সারি রয়েছে। এসব নার্সারির মালিককে ক্যাডারদের প্রতিদিন ২শ' টাকা করে দিতে হয়। হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে সেসব হকার ঢাকা কলেজের সামনে, গাউসিয়া, গোল্ডেন গেট শপিং সেন্টারের সামনে কাপড়চোপড় বিক্রি করে তাদের চাঁদার রেট ৭০ থেকে ১শ' টাকা। ঢাকা কলেজের উত্তর পাশে বাইউ, নায়েম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠানের যেকোন নির্মাণকাজে ক্যাডারদের চাঁদা দিতে হয়।

ঢাকা কলেজের পেছনে ফলপট্টিতে মাদক ব্যবসা জমজমাট। কলেজের ক্যাডাররা ওই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। এমন কি পুলিশি অভিযানের সময় মাদক ব্যবসায়ীরা কলেজ ছাত্রাবাসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফলপট্টির গাজা, হেরোইন ও ফেনসিডিল ব্যবসা থেকে মাসে প্রায় ১ লাখ টাকা চাঁদা আদায় হয় বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্রনেতা জানান। এছাড়া টেম্পোস্ট্যান্ড থেকে চাঁদা আদায় করা হয়। প্রতিটি টেম্পোকে প্রতিদিন ৩০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয় কলেজ ক্যাডারদের।

চাঁদা আদায়ের মৌসুম ঃ ঢাকা কলেজের ক্যাডাররা গাউসিয়া, গোল্ডেন গেট শপিং সেন্টার ও এলিফ্যান্ট রোডের মার্কেটগুলো থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি দু'ঈদে বিশেষ চাঁদা আদায় করে।

দু' ঈদের সময় হাতিরপুল, এলিফ্যান্ট রোড ও ধানমন্ডির সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নেয় ঢাকা কলেজ হোস্টেলে। প্রতিটি দোকান থেকে ঈদের বিশেষ চাঁদা আদায় করা হয়। বহিরাগত সন্ত্রাসীরা টহল দেয় মার্কেট এলাকায়। গত ঈদে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় সন্ত্রাসীরা গোল্ডেন গেট শপিং সেন্টারের বেশ কয়েকটি দোকানে হামলা চালায়। মিষ্টির দোকান ভাঙচুর করে। আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের বিপুল পরিমাণ চাঁদাও ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি কারণ বলে সূত্র জানায়।

ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাস ঃ ঢাকা কলেজে ৬টি ছাত্রাবাস রয়েছে। দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, ডিগ্রি, মাস্টার্স ও ইন্টারন্যাশনাল ছাত্রাবাস। সাধারণ ছাত্ররা জানায়, প্রতিটি ছাত্রাবাসেই বহিরাগত সন্ত্রাসীরা অবস্থান করে। সাধারণ ছাত্ররা বহিরাগতদের নির্যাতন নিগ্রহের শিকার হয়। ছাত্রাবাসে বহিরাগতরা অসামাজিক কার্যকলাপসহ মদ, জুয়া ও গাঁজার আসর বসায়। বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে ছাত্রাবাসে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে একাধিক; কিন্তু কলেজ প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব।

ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের রাজনীতি ঃ ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের রাজনীতি মূলত বহিরাগত ক্যাডাররাই নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ 'মোস্তাক' ও 'সুজন' গ্রুপের অধিকাংশ সদস্যই বহিরাগত। মোস্তাক গ্রুপে রয়েছে লালবাগ ও ধানমন্ডির পেশাদার ক্যাডাররা। সুজন গ্রুপে এলিফ্যান্ট রোড ও হাতিরপুলের সন্ত্রাসীরা কাজ করে। কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজও ওই দুটি ক্যাডার গ্রুপের সাথে কাজ করে। ফিরোজ মোস্তাক গ্রুপ এবং পলাশ সুজন গ্রুপের সমর্থক বলে ছাত্রলীগ সূত্র জানায়।

ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের এই সন্ত্রাসী রাজনীতির পেছনে মদদদাতা হিসেবে কাজ করছেন ঢাকা মহানগর (উত্তর) ছাত্রলীগের একজন সাবেক সভাপতি। ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের শাখা সংগঠন.